ঝিনাইদহের পাঁচ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সংকটে সিজার বন্ধ

ঝিনাইদহের পাঁচ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে সিজারিয়ান অপারেশন। জেলার মহেশপুর, হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, কালীগঞ্জ ও কোটচাঁদপুরে দীর্ঘদিন ধরে এ সেবা বন্ধ থাকায় প্রসূতিদের বাধ্য হয়ে ছুটতে হচ্ছে দূরের বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে।

এতে একদিকে বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়, অন্যদিকে মা ও নবজাতক পড়ছেন চরম ঝুঁকিতে। এছাড়া এই সুযোগে বাড়ছে বেসরকারি ক্লিনিক ব্যবসা।

জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় এক বছর ধরে সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ। একই পরিস্থিতি অন্য চার উপজেলাতেও। এনেস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ ও গাইনি চিকিৎসকের অভাবেই এ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকারি এই হাসপাতালগুলোতে আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, স্যালাইন স্ট্যান্ডসহ সব সরঞ্জাম ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় আছে।

প্রসূতি শিরিন আক্তার বলেন, “সরকারি হাসপাতালে গেলে খরচ কম হতো। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে দূরের ক্লিনিকে যেতে হচ্ছে। তাতেও চিকিৎসক সবসময় থাকেন না।”

কালীগঞ্জের কৃষক রহমত আলী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “সরকারি হাসপাতালেই যদি চিকিৎসা না পাই, তাহলে আমরা যাব কোথায়? ডাক্তার না দিলে গরিব মানুষ আরও বিপদে পড়বে।”

হরিণাকুন্ডুর গৃহবধূ ফারজানা খাতুন জানান, “ক্লিনিকে গেলে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। গরিব মানুষ কীভাবে এই টাকা জোগাড় করবে? তারপরও বাধ্য হয়ে ক্লিনিকেই যেতে হচ্ছে।”

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, “সব উপজেলাতেই অপারেশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসক সংকট বড় সমস্যা। দ্রুত পদায়ন হলে আবারও সিজারিয়ান অপারেশন চালু করা সম্ভব হবে।”

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, চিকিৎসক থাকলে শুধু এই পাঁচ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই প্রতি মাসে অন্তত ২০০ প্রসূতি মাতা সরকারি সেবা পেতেন। দীর্ঘদিন ধরে সিজারি করা বন্ধ থাকায় গরিব পরিবারগুলো চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

ঝিনাইদহে রোপা আমনে মাজরা পোকার আক্রমণ

ঝিনাইদহে রোপা আমন মৌসুমের শুরুতেই ধানের জমিতে দেখা দিয়েছে মাজরা পোকার আক্রমণ। সদ্য রোপণ করা চারাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। নানা কীটনাশক ব্যবহার করেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না এ পোকা।

এতে উৎপাদন খরচ যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি ফলন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে তারা মারাত্মক লোকসানের মুখে পড়বেন।

জানা গেছে, জেলার শৈলকুপা, সদর, কালীগঞ্জ, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর সব উপজেলাতেই একই পরিস্থিতি। ধান গাছের গোড়ায় আক্রমণ করছে মাজরা পোকা। এতে অনেক গাছ শুকিয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ধানের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। কৃষকরা বলছেন, বারবার কীটনাশক স্প্রে করেও কোনো কার্যকর ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় ১ লাখ ৪ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার ১৩৯ মেট্রিক টন। তবে মৌসুমের শুরুতেই পোকার এমন আক্রমণ কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

শৈলকুপা উপজেলার নাকোইল গ্রামের কৃষক আব্দুল জলিল বলেন, “ধান রোপণের পর থেকে নিয়মিত যত্ন নিচ্ছি। কিন্তু এখন মাজরা পোকার আক্রমণে অনেক গাছ মরে যাচ্ছে। আমরা যতবার কীটনাশক ব্যবহার করছি, তত খরচ বাড়ছে। কিন্তু ফল পাচ্ছি না। যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে

সব শেষ হয়ে যাবে।”

একই এলাকার কৃষক সাইদুর রহমান জানান, “ধানের গোড়ায় পোকা ঢুকে গাছকে সাদা করে দিচ্ছে। এতে পুরো জমি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অনেক টাকা খরচ করেছি কীটনাশকে, কিন্তু কাজ হয়নি। ফলন কম হলে ঋণ শোধ করাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।”

কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমাদের কৃষির প্রধান ভরসা হচ্ছে আমন ধান। কিন্তু মৌসুমের শুরুতেই যদি পোকা আক্রমণ করে, তাহলে আমরা কীভাবে বাঁচব? সরকারি দিকনির্দেশনা আর সহযোগিতা ছাড়া আমাদের সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই।”

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান বলেন, “এখনো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কৃষকরা যদি আমাদের নির্দেশনা মেনে চলেন, তাহলে পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। আমরা কৃষকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।”

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ন্যায় ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে ঝিনাইদহে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ জেলা শাখা। সমাবেশে জেলার বিভিন্ন পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোঃ আবু বকর’র সভাতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম সদস্য

ড.আলমগীর বিশ্বাসের কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলীম।

জেলা সেক্রেটারি আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ডা. এ কে এম কামাল হোসেন, ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুর রশিদ, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার ইউনিয়নের সভাপতি সাংবাদিক এম এ কবির, অবসরপ্রাপ্ত পেশকার আব্দুল হাকিম, সহকারী অধ্যাপক মিরাজুর রশীদ, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বাহারুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক রেজাউল ইসলাম, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, অ্যাড. এহসান উল্লাহ প্রমূখ । সমাবেশের শুরুতে দারস পেশ করেন ড. শাহ মো: শাহাদাত হোসেন।

এছাড়াও সমাবেশে অংশ নেওয়া জেলার বিভিন্ন পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেশ করেন।

এসময় বক্তারা বলেন, জনগনের কল্যাণে নিবেদিত রাজনীতি ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নেতৃত্বই সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য নতুন প্রজন্মকে সৎ, নৈতিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনির দুইদিন পরে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনিতে সুজন (৩৫) নামে এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সুজন শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে এবং বর্তমানে ঝিনাইদহ পৌরসভার পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছিল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা: ফারহানা শারমিন বলেন, এই রোগীকে অজ্ঞাত নামে গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট হওয়ার কারণে। তার চিকিৎসা চলছিল। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সে মারা যায়।

জানা গেছে, গত বুধবার ভোরে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭ম তলায় রোগীর স্বজনদের মোবাইল চুরির অভিযোগে সুজনকে গণপিটুনি দেয় রোগীর স্বজনরা। তাকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত বুধবার সকালে তাকে সদর থানা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বলেন সেদিনই তার স্ত্রীর জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চুরির বিষয়ে বা তাকে মারা বিষয়ে কোন পক্ষই কোন অভিযোগ দেয়নি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে একজন রোগী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের সিড়ির মধ্যে শুয়ে আছে জানতে পেরে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিই। তার চিকিৎসা চলছিল। আমি আজ ছুটিতে আছি। দুপুর পৌণে দুইটার দিকে আমার স্টাফরা আমাকে জানান রোগীটি মারা গেছে। তবে গত বুধবার ভোরে মোবাইল চুরি নিয়ে গণপিটুনির বিষয়ে আমার কিছুই জানানেই।

এদিকে, আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে লাশ ঘরে নিহতের মরদেহ রাখা হয়। তবে সেখানে তার কোন আত্মীয় স্বজনকে পাওয়া যায়নি। ঝিনাইদহ পাওয়ার হাউজ পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতেও যেয়েও তার স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। মরদেহের সুরতহাল তদন্ত করেন সদর থানার এই আই তাইফুল।

এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

ডা. লিমন পারভেজের ডি-কার্ড (কার্ডিওলজি) ডিগ্রি অর্জণ

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডি-কার্ড (কার্ডিওলজি) চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ডা. মো. লিমন পারভেজ। মঙ্গলবার ঘোষিত ফলাফলে তিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নতুন স্বীকৃতি অর্জন করেন।

ডা. লিমন পারভেজ পাবনা মেডিকেল কলেজের ২ ব্যাচ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। ৩৯ তম বিসিএসএ’র মাধ্যমে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এরপর ঝিনাইদহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে সদর হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কার্ডিওলজিতে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে দুই বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেন। সর্বশেষ ঘোষিত পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এছাড়াও তিনি এফসিপিএস (কার্ডিওলজি)তে পার্ট-১ পাশ করেন ২০২৩ সালে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের এই কৃতি সন্তান নিজের মেধা ও পরিশ্রমে শুধু পরিবার নয়, পুরো এলাকার গর্ব হয়ে উঠেছেন।

সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তার এই অর্জনকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখছেন। অনেকেই আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে তিনি হৃদরোগ চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখবেন।

ঝিনাইদহে জমি অধিগ্রহণ

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

ফরিদউদ্দীন, সাজিদুল ইসলাম, সদর উপজেলার খয়েরতলা গ্রামের আক্কাস আলী ও মৃত জামাল উদ্দিনের ছেলে লুৎফর রহমান সাক্ষর করেন। এদিকে ঝিনাইদহ-যশোর ৬ লেন প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরে ধীরগতিতে চলছে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ।

গত মাসে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা কিছুটা নিরসন হলেও অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের টাকা প্রাপ্তির আবেদনকে ঘিরে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাতের আপত্তিকর আচরণ ও হুমকি ধামকির ঘটনায় নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। অভিযোগকারী মোঃ ফরিদ উদ্দীন জানান, তারা খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাতকে অপসারণের জন্য লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি তার ড্রাইভারের মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণের জন্য নানা ভাবে জমির মালিকদের চাপে রাখার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি নিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাত জানান, অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। কোন জমির মালিকের সঙ্গে তিনি কোন খারাপ আচরণ করেননি।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল বলেন, এমন অভিযোগ আমার কাছে দেওয়া হয়নি। যখন শুনলাম তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন বিভাগীয় কমিশনারের কাছে যেহেতু লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কি নির্দেশনা আসে সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যায়ামে আগ্রহ বাড়াচ্ছে ঝিনাইদহের ফিটনেস একাডেমি

প্রতিদিন সকাল হলেই একঝাঁক বয়স্ক মানুষের মেলা বসে ঝিনাইদহের ঐতিহ্যবাহী নবগঙ্গার দেবদারু চত্বরে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় শুধু একটু সুস্থ থাকার প্রানন্ত এই চেষ্টা। যারা এখানে আসেন তাদের অধিকাংশের বয়স ৪৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে।

বলছিলাম ঝিনাইদহের ফিটনেস একাডেমির কথা। এই ফিটনেস একাডেমিটি গড়ে তুলেছেন সোতোকান কারাতের ব্লাকবেল্টধারী কারাতে প্রশিক্ষক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু।

সেই সুযোগ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ঝিনাইদহ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজে নবীন বরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বরণ ও উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমাবার সকাল ১১টায় কলেজের মিলনায়তনে এই নবীন বরণ ও উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জেএম রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কলেজের গভনিং বড়ির সভাপতি, কেসি কলেজের সাবেক ভিপি সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম, সাধুহাটী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, ইউনিয়ন জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ডা. মখলেছুর রহমান বকুল, ডাকবাংলা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রহমান কামাল, কলেজের সহকারী অধ্যাপক জিনাত জেসমিন, এবিএম আমিরুজ্জামান রবি, ঝিনাইদহ সদর থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক মোজাম, উপজেলার ছাত্রদলের আহ্বায়ক মামুনুর রহমান প্রমূখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের গোলাপ ফুলদিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সেসময় নবাগতদের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য দেন দ্বাদশ শ্রেণির এনাম আহম্মেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস মায়া এবং একাদশ শ্রেণির নওরিন সুলতানা অধরা ও সোনালী আক্তার ঝর্ণা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক শাহানুর আলম, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আনাম।

প্রধান অতিথি নবাগত সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যেশে বলেন, তোমরা এই কলেজে ভর্তি হয়েছ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষার দ্বার

উম্মোচিত করার জন্য। এখানে ভাল না করলে তোমরা ভাল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এজন্য এই সময়কে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যঠিক রেখে শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা ভাল করলে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও বলেণ কলেজের সকল উন্নয়ন, সুবিধা অসুবিধা আমরা দেখবো, তোমরা শুধু তোমাদের লেখাপড়াটা ঠিকমত করবে। লেখাপড়া আর আগেরমত নেই, শতভাগ পাশ নেই এখন সবাইকে লেখাপড়া করে পাশ করতে হবে। এজন্য অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। তিনি নকাগতদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান

ঝিনাইদহে ডিবিএল ব্যাংকের এমডিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা

ব্যাংকে গচ্ছিত চেক চুরি করে মামলা ও জালিয়াতিসহ নানা অভিযোগে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ডিবিএল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) ও সিইও, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ আদালতে মামলা হয়েছে।

সম্প্রতি ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন মহেশপুর উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের সালিম ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ইয়াসমিন আক্তার। মামলাটি নথিভুক্ত হয়েছে ঝিনাইদহ সি.আর মামলা নং-৮০৭/২০২৫ হিসেবে।

আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ঝিনাইদহ শাখার ব্যবস্থাপক, ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, চারজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং কোটচাঁদপুর উপজেলার আদর্শপাড়ার আবু জাফরের ছেলে আলমগীর হোসেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালে ঝিনাইদহ শাখা থেকে ১৮ লাখ টাকা ঋণ নেন ইয়াসমিন আক্তার। ঋণ নেয়ার সময় তিনি জমির দলিল, বিভিন্ন কাগজপত্র ও ৩৭টি স্বাক্ষরিত ফাঁকা চেক ব্যাংকে জমা দেন। কিন্তু সম্প্রতি কোটচাঁদপুরের আলমগীর হোসেন ঐ চেকগুলোর একটি

ব্যবহার করে আদালতে মামলা করেন। তিনি দাবি করেন, ইয়াসমিনের স্বামী তার কাছে ৯৭ লাখ টাকা দেন।

বাদীর অভিযোগ, যে চেক ব্যাংকের ভল্টে থাকার কথা, সেটি কীভাবে আলমগীর হোসেনের হাতে গেল তা রহস্যজনক। তার দাবি, ব্যাংকের অসাধু কর্মকর্তারা আলমগীরের সাথে যোগসাজশ করে চেক চুরি করেছে এবং জালিয়াতির মাধ্যমে মামলা দায়ের করেছে।

বাদীপক্ষের আইনজীবী মনিরুজ্জামান লাল বলেন, “আমার মক্কেলের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। চেক জালিয়াতি ও জাল কাগজপত্র দেখানো হচ্ছে। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশ করে এ অপকর্ম করেছে। এজন্য আমরা আদালতে মামলা দায়ের করেছি।”

এ ঘটনায় আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওয়াজিদুর রহমান মামলা তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন পিবিআইকে। আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

তবে মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার ব্যবস্থাপক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে মানববন্ধন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৃত্যু ও গানের শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মাওলানা শিহাব

উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি মাস্টার শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জে এম শরিফ হোসেন কাজল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সভাপতি ডা.এইচ এম মোমতাজুল করীম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল হাসান, আলিয়া মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক, প্রভাষক মাওলানা ইসমাইল হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের শিশুদের নৈতিক শিক্ষার চরম অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। শুধুমাত্র নাচ-গান শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের মননশীল বিকাশ সম্ভব নয়। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।